খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 18 ❑ 17 July, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক নয়, বরং তাদের মেরে তাড়ানো উচিত— শান্তনু ঠাকুর

ঐক্য সম্মিলনীর খুঁটি পুজোয় বিস্ফোরক বিজেপি সাংসদ

রাহুল দেবনাথ ঃ আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে এদিন বনগাঁর মতিগঞ্জ ঐক্য সম্মিলনী ক্লাবের খুঁটি পূজায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ। বর্তমানে রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই রূপ পাবে প্যান্ডেল ও প্রতিমার রূপায়ণ, এমনটাই জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। যেভাবে নিরীহ মানুষ রাজনৈতিক শোষণের শিকার হন, সেই চিত্রই যেন পরোক্ষ ভাবে ফুটে উঠবে এই পুজোর ভাবনায়।

তবে এদিন খুঁটি পূজার মঞ্চ থেকেই কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে সরকার বদল হলেই তবেই ভালো হবে। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে নাম না কেটে, বরং বেছে বেছে মতুয়া, রাজবংশী ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার জন্য রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নীতির রাজনীতি মানুষ বুঝে গেছে। ভোটের জন্য এখন মতুয়াদের পায়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে, তাই ঠাকুরবাড়িকে আঁকড়ে ধরে রাখা হয়েছে। কিন্তু এতে কোনও লাভ হবে না। শান্তনু ঠাকুর স্পষ্টভাবে বলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় সরকার জানে কীভাবে হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে হয় এবং তাই করছে। অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক নয়, বরং তাদের মেরে তাড়ানো উচিত। সাংসদের এমন মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে ফের উত্তাপ ছড়াতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিনের খুঁটি পূজার থেকেই মূলত শুরু হল প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ।

পেট্রাপোল বন্দরে এনআরসি বিরোধী পোস্টার, চাঞ্চল্য

প্রতিনিধি ঃ বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফের পেট্রাপোল বন্দর এলাকায় এনআরসি'র বিরোধিতায় পোস্টার পড়া নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শুক্রবার দুপুরে স্থানীয়দের চোখে পড়তেই এই নিয়ে শোরগোল শুরু হয়। বন্দর এলাকায় গোটা কয়েক পোস্টার সাদা কাগজে লেখা। কারা মেরেছে তা এখনো জানা যায়নি। তাতে লেখা রয়েছে বাংলা দখলের স্বপ্ন নিয়ে, এনআরসি আনলো বয়ে। এবার বাংলা দিচ্ছে না, এই বিজেপি নিপাত যাক। প্রসঙ্গত, কেন্দ্র সরকারের এনআরসির ঘোষণার পর সমগ্র দেশ উত্তাল হয়েছিল। এই আইনের বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আন্দোলন চলেছিল। একাধিক এলাকায় ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। সে বিষয় পরবর্তীকালে থমকে যায়। পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দর এলাকায় ফের এনআরসি বিরোধী পোস্টার নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, এই পোস্টারগুলি তৃণমূলের লোকেরা লাগিয়েছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, তৃণমূলের আড়াই কোটি ভোট ব্যাংক আছে, এনআরসি হলে যারা বাদ চলে যাবে। সেই আতঙ্ক ওদের তাড়া করে বেড়ায়। আগামী বছর ভোট। তাই এখন থেকে ওরা এই সমস্ত পোস্টার মারছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, এই পোস্টার মারার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। সাধারণ মানুষই এই পোস্টার লাগিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

রাস্তার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

রাহুল দেবনাথ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার গোপালনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর এলাকার প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তা তৈরির জন্য বিডিও, পঞ্চায়েতে লিখিত জানা হয়েছে। অভিযোগ, রাস্তা তৈরির জন্য বিডিও পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দিলেও তা করছে না পঞ্চায়েত প্রধান। এই অভিযোগ এনে আজ শুক্রবার গোপালনগর পাল্লা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে আসে গোপালনগর থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা জানায়, পঞ্চায়েত প্রধান না আসলে এই অবরোধ চলবে। তবে এক ঘন্টা এই অবরোধ চলার পর পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন তারা।

এ বিষয়ে পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, আমরা একাধিকবার পঞ্চায়েত ও বিডিওতে জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জানানো হয়েছে। বিডিও আমাদের জানিয়েছে, পঞ্চায়েতকে কাজ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান রাস্তার কাজ করছে না। যদিও সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিয়ারুল মন্ডল বলেন, আমরা রাস্তা করতে চেয়েছি। পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা আশুতোষ তার দলবল নিয়ে রাস্তা করতে দেয়নি। রাস্তার জন্য মাল ফেলা হয়েছিল। ওরা যে অভিযোগ করছে, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অন্যদিকে এ বিষয়ে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন

তৃতীয় পাতায়...

কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় ক্ষতির মুখে শ্রমিকেরা, পেট্রাপোল সীমান্তে আন্দোলন

প্রতিনিধি ঃ কেন্দ্রীয় নিষেধাজ্ঞা জারির পর পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হয়েছে, রেডিমেড গার্মেন্টস, পাট জাতীয় দ্রব্য সহ একাধিক পণ্য। সে কারণে সীমান্ত বন্দরে কর্মরত মুটে মজদুর শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এবার কাজের দাবিতে বন্দরের কাজে যুক্ত কয়েক হাজার শ্রমিক আন্দোলন শুরু করলো। রবিবার পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দর এলাকায় তারা প্রতিবাদ সভা করে। সভা থেকে ধারাবাহিক আন্দোলনের কথা ঘোষণা করা হয়।

প্রসঙ্গত এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পেট্রাপোল সীমান্ত। এই বন্দর দিয়ে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ দ্রব্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে আমদানি করা হতো। যে পণ্য লোডিং আনলোডিং সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু সাধারণ মানুষ কাজ করত। প্রায় কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে এই পেট্রাপোল সীমান্তের উপরে। নতুন নির্দেশিকায় পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী কমেছে। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ হারিয়েছেন সাধারণ শ্রমিক মুটে মজদুর। সমস্যার সম্মুখীন তারা।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, এদিন সমস্ত রাজনৈতিক দলের শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা, পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট ইউনিয়ন, এক্সপোর্টার ইমপোর্টার এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। শ্রমিকদের বক্তব্য, স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ হলেও তা চলছে জল পথে। মুনাফা হচ্ছে বড় বড় কোম্পানি এবং ব্যবসায়ীদের। পেটে লাথি পড়েছে গরিব মুটে মজদুর শ্রমিকদের। ব্যবস্থা না হলে আন্দোলন চলবে।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কার্তিক চক্রবর্তী, ধৃতিমান পালরা বলেন, এর প্রভাব বন্দর এলাকা সহ স্থানীয় সামাজিক জীবনের উপরে পড়ছে। দেশের সিদ্ধান্তকে সকলকে মানতে হবে কিন্তু গরিব মানুষের জন্যও ভাবনা চিন্তা করুক সরকার। শ্রমিকরা রুজি রোজগার হারিয়েছে। তাঁরা কাজ চাইছে।

জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বাধার মুখে বিজেপি বিধায়ক

রাহুল দেবনাথ ঃ গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠপাড়া এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। এলাকায় জল জমায় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এলাকার সাধারণ মানুষ। এই সমস্যা শুনতেই এলাকায় যান বনগাঁ উত্তর বিধানসভার বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। বিধায়কের অভিযোগ, এলাকায় ঢুকতেই তাকে ঘিরে ধরে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। এরপর বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপাই রাহার নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এবং গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। অভিযোগ, বিধায়কের ওপর তৃণমূল কাউন্সিলর চড়াও হলে বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী কাউন্সিলরকে বাধা দেয়, সেই সময় সাময়িকভাবে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

অশোক কীর্তনীয়ার অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলর- এর নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা তার ওপর চড়াও হয়,

তৃতীয় পাতায়...

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
Mobile No.- 8944800404

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১৮ ❐ ১৭ জুলাই, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

ভোট মানেই উৎসব!

চড়াম- চড়াম নতুন শব্দবন্ধ

নির্বাচনের দিন তারিখ ঠিক না হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্দর মহলে বিধান সভা ভোটের ঘটনা বেজে গেছে। তার জন্য সরকারপক্ষ বিরোধীপক্ষ বিভিন্ন সভা সমিতিতে গরম গরম সুর চড়ানো শুরু করেছে। ক্ষমতা দখল রাখা বা নতুন করে ক্ষমতা দখল করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ বা প্রাণহানীর মতো ঘটনাও ঘটছে। সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে তাদের মূল স্লোগান কী করবে বা কোন ঘটনাকে মূলমন্ত্র করে ভোট যুদ্ধে উত্তীর্ণ হবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এরই মাঝে কোন সাংসদ আবার অনুপ্রবেশকারীদের পিটিয়ে তাড়ানোর নিদান দিচ্ছেন। গুড়-বাতাসা বিলি বা চড়াম- চড়াম-এর মতো নতুন শব্দবন্ধের জন্য রসিক সমাজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে আবার সামনে ২১-শে জুলাই। সরকারপক্ষ সেই কর্মসূচি সফল করার জন্য সদাতৎপর। তার সুবাদে বিভিন্ন সরকারী অফিসের কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। নাহেজাল সাধারণ ভোটার বা নাগরিক, যাদের ভোটেই পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য সিংহাসনের দখল নিশ্চিত করবে। আসলে ভোট মানেই বর্তমানে উৎসব। কারো মৃত্যুহলেও কারো কাছে সেটাই উৎসব! গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে সুষ্ঠু সাবলীল নির্বাচনই সাধারণের কাম্য।

তামাশা এবং "রং-তামাশা বিষয়ক"

শম্পা দে

জীবন কোন ফুলপাতা বিষয়ক রম্য রচনা নয় বরং নতুন এবং পুরনো ভাবধারার সংঘর্ষ, ভালো ও মন্দের সংঘাত আর সাদা কালোর সহাবস্থানই জীবন।

দেবাশিস রায়চৌধুরী, কয়েক দশক ধরে যিনি গল্প- কবিতা -চিঠি লিখে আসছেন। গত ছয় জুলাই, বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের লালবাড়ীর, জগদীশচন্দ্র ইন্দ্র সভাকক্ষে প্রকাশিত হলো তাঁর ছোট গল্পের বই "রং- তামাশা বিষয়ক"। বনলতা থেকে প্রকাশিত বইটি হাতে নিলেই এক অন্যরকম ভালোলাগা কাজ করে। দেবাশিস সাহার প্রচ্ছদ অর্থবাহী। আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ বিপ্লবের কথা বলে , বলে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার গল্প।

সমাজ সচেতন লেখকের লেখায় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সামাজিক জীবনের প্রতিফলন ও সময়কে ছুঁয়ে থাকার প্রবণতা। একের পর এক গল্পে ফুটে উঠেছে আমাদের চেনা জীবনের টানাপোড়েন। বাজার চলতি গোল গোল প্রেম বিষয়ক তুমি- আমি কথোপকথনের বাইরে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন বাস্তব জীবনের মুখোমুখি।

বইটি শুরু হচ্ছে 'খাদ' গল্পটি দিয়ে। অনিকেত আর মনিদীপার সংসারের ছিদ্রপথে লোভ প্রবৃত্তিটা কখন যেন ঘুষ হয়ে ঢুকে পড়েছিল। তারপর সেটাই বেঁচেবর্তে একটা অজগর হয়ে উঠে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে গোটা পরিবারকে, ছোট বাপ্পাও পরিত্রাণ পায় না যার থেকে। গল্পের শেষে টাকার জন্য খাট আর দেওয়ালের মাঝের আঁধারে ঝাঁপ দিতে দিতেও থমকে যায় বাপ্পা। একদিকে লোভ আর ভয়, অন্যদিকে 'সত্যমেব জয়তে'র ট্যুইস্টে পাঠক বোধহয় আটকে পড়েন দোলাচলের ফাঁদে।

পরপর এগিয়ে গেছে গল্পের ধারা। কোথাও থমকেছি, কোথাও কেঁদেছি, কোথাও শিউরে উঠেছি ভয়ে! মনকে প্রশ্ন করেছি যে, এমনটাও বাস্তবে হয়? যেমন 'সতর্কবার্তা'। পোড়া গন্ধের বাস্তবতা প্রত্যয় করাতে প্রধানের স্যাঙাৎ যেভাবে কুকুরছানা ছুঁড়ে দেয় জ্বলন্ত আগুনে তাতে পাঠক নিশ্চিত স্থবির হয়ে যাবেন। কিন্তু ঘুষখোর মল্লিকরা কবে থমকাবেন সমবেত কুকুরের ডাকে?

প্রতিটি গল্পই যেন ঘর বাস্তবের কথা বলে। যার মধ্যে 'শীতঘুম' আর 'বাকসিদ্ধাই'- কে তো সিক্যুয়েল বলে মনে হয়। চরিত্রগুলো চেনা চেনা, মনে হয় ছুঁতে পারি কিন্তু পারিনা। এই না পারা কাঁদায়, ছুটিয়ে বেড়ায় আমাকে।

বেভুল হয়ে কেঁদেছি তখন যখন 'বিহগ -বাসনা' গল্পে সায়কের সামনে কলাপাতার উপর ধোয়া ওঠা হবিষ্যান্ন। গরম ভাত আর ঘি এর গন্ধে বাবা হারানোর শোক যেন চাপা পড়ে যায়। লালাসিক্ত জিভ কি সায়ককে অপরাধী করে দেয়? এই ছবি বড় চেনা। গোপন কান্নায় ভেজা অথচ এই বাস্তবতাই জীবনের কথা বলে।

অনেক গল্পের মধ্যে 'অপরাজিতা' বেশ অন্যরকম। রাজনীতি, ক্ষমতা, আপাত আধুনিকতার আড়ালে নারী পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ চলছে চলবে। অম্বা ও দেবব্রত নামকরণের প্রতীকের ফাঁকে এই বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছে যে পাল্টায়নি কিছুই। তবে গল্পের শেষে দেবব্রতর কথাটি মনের দরজায় কড়া নেড়ে দেয় যে, সত্যি সত্যিই জীবনের সাথে প্রতিজ্ঞার পথও পাল্টানো উচিত।

'কালিং ' , শব্দটির সাথে আমরা পরিচিত বার্ড ফ্লুর সময় থেকে। কিন্তু

তৃতীয় পাতায়...

বিশেষ কারন বশত এই সপ্তাহে দেবাশিস রায়চৌধুরী মহাশয়ের সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার- সংক্রান্ত লেখাটি এই সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখা হল। পরের সংখ্যা থেকে পুনরায় মুদ্রিত হবে।

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

মে মাস কিন্তু জাঁকিয়ে শীত। একতলায় বৌদির সঙ্গে দেখা করে ঘরে গেলাম। আমার ও বিপ্লবের ঘর সামনা-সামনি। ঠোঁট ফেটে যাচ্ছে। বিনয়দার কাছ থেকে বোরোলিন নিয়ে ঠোঁটে দিলাম। আমাদের জন্য রান্না শুরু হয়ে গেল। খেতে আরো ঘন্টাখানেক তো লাগবেই। বিনয়দার ঘরে অনেকক্ষণ গল্প করে, হাঁটতে হাঁটতে আমি আর জয়তু রাস্তায় গেলাম। হাড় কাঁপানো শীত। ওখানকার মানুষেরা প্রত্যেকেই জোব্বা পরা। তার নিচেয় বেতের তৈরি কেংরি (Kangri)। কাংরির মধ্যে কাঠ কয়লা জ্বালানো থাকে। এক হাত দিয়ে জোব্বার মধ্যে পেটের কাছে কেংরি ধরা রয়েছে। বিপ্লব বললো, সার্জারি বইয়ের প্রথম দিকেই রয়েছে কাংরি ক্যান্সার। আমাদের থার্ড ইয়ারেই পড়তে হয়েছিল। এই কাংরি দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ক্যান্সার হয়। যা ভয়াবহ। তবুও ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য ওরা এটা ব্যবহার করে। এ বিষয়ে সচেতনতার ভীষণই প্রয়োজন।

সুব্রতকে সুস্মিতা ম্যানেজারের বদলে ড্যামেজার বলে ডাকত। ম্যানেজমেন্টের সামান্য ত্রুটি হলেই আর ম্যানেজার বাবু থাকতো না। নীরবে ড্যামেজার হয়ে যেত। মর্নিং ওয়াকের অভ্যাস। সুতরাং হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করেও নিচেয় এলাম। বিনয়দা এবং হারু বাবু চায়ের মত গোলাপী বর্ণের একটি তরল পান করছে। আমাকে ও বিপ্লবকে বিনয়দা দিতে বললেন। পান করতে করতে হোটেল বয়দের জিজ্ঞাসা করলাম, এই পানীয়ের নাম কী। ওরা বলল, নামকিং। পান করলে দেহ উত্তপ্ত হয়। সকালে আমরা কয়েকজন হাঁটতে হাঁটতে গেলাম লিডার নদীর ওপারের কালভার্ট পর্যন্ত। চারিদিকে বরফে মোড়া শৃঙ্গ গুলি হাতছানি দেয়। সারা বছরই বরফের হাওয়া। বেলা নটা নাগাদ আমরা টাটা সুমো করে চন্দনবাড়ি গেলাম। এটি পয়েলগাঁও থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে। এখান থেকে মাত্র ৩২কিলোমিটার দূরে অমরনাথ গুহা। আমি আর বিপ্লব হাত ধরাধরি করে লাঠি ভর দিয়ে বরফের ওপর দিয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠেছিলাম। ওখান থেকে অনেকে স্লেসগাড়ি করে নিচে আসছে। চন্দন বাড়ি খানিকটা রোটাং এর মত। লিডার নদী ধরে চলেছে চন্দনবাড়ির রাস্তা। পাহাড়ের কোলে গাড়ি থামিয়ে জেঠু ও ভাইপো ভূতনাথ ছবি তুলছে। আমাকে তুলে দিতে হয়েছে অনেক জায়গাতেই। বাসে ভূতনাথের টুপি মিসিং। অনেক কান্নাকাটির পর জেঠু একটি টুপি কিনে, এই কান্না থামান, ভূতনাথের টুপি কারা চুরি করেছে তা আমাকে ও নিজেই গোপনে বলেছিল। কিন্তু আমি তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। চন্দনবাড়ি থেকে ফিরে এসে ওরা নিয়ে গেল আরুভ্যালিতে, সেখানে গন্ধ মাঠ ও ঘোড়ায় চড়া ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। ফিরে এলাম হোটেলে। খাওয়া শেষ করে লাগেজ বিনয় দার ঘরে রেখে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লাম। কারণ বাস চারটায় না ছাড়লে শ্রীনগরে প্রবেশ করতে দেবে না। রাত আটটার পরে এখানে বাইরের বাস প্রবেশের ছাড়পত্র দেয় না।

ওখানে একটি ডুপ্লিকেট

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

তার আগের বছর বন্যার জলে নদী আর বাঁওড় একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমি এখানে একা কোনদিনও আসিনি। জেলেদের মাছ ধরার সময় একবার কাকার সাথে এসেছিলাম। দেখতে ভালো লাগে। আবার ভয়ও করে। জালের মধ্যে বড় বড় মাছ ঝাঁপ মারে। যেকোন মুহূর্তে লেজের ঝাপটা দিতে পারে।"

ভয় লাগার মতো পরিবেশ। মনের মধ্যে স্বপ্ন দেখা শুরু হল, 'নিঝুম পরিবেশ। আমরা দুটো ছেলে গভীর সমুদ্রে যেন ভেসে বেড়াচ্ছি। সমুদ্রের মাঝে অন্ধকার জলের ঘূর্ণি। ঘূর্ণির টানে আমাদের নৌকা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অতলে। অতলে পৌঁছেয়ে এক রাজ্য। সে রাজ্য শুধু ডালপালা দিয়ে তৈরি। জলপরীরা (মারমেড) সেখানে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখতে পেয়েছে। শত্রু ভেবে নয়, বন্ধু ভেবেই তারা আমাদের চারপাশ দিয়ে নাচ করছে। মাঝে মাঝে তাদের লেজের নরম স্পর্শ পাচ্ছি।' তপন ঠিক সেই সময় আমাকে ডাকল, "কিরে, এত উদাস হয়ে গেলি কেন?"

আমি একটু হেসে জবাব দিলাম, " উদাস আর কই! চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। আমি যেন মাছেদের রাজ্য টা দেখতে পাচ্ছিলাম। তাদের সাঁতার কাটা, কমোটের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, সবটাই দেখছিলাম।"

তপন পেছনের দিকে ফিরে আমাকে একবার দেখে নিল, তারপর বলল, "কবি হয়ে গেলি নাকি ! কমোটের মধ্যে মাছেরা ঘুরতে আসে না। ওখানে ওদের খাবার স্পাইরোগাইরা জন্মায়, সেগুলো খেতে আসে। এই স্পাইরোগাইরা থেকেই প্লাঙ্কটন তৈরি হয়। ওগুলো মাছের সুখাদ্য। প্রচুর পুষ্টি। তাই ওরা খেতে আসে। ফাঁদে পড়ে যায়। আবার ধরাও পরে।"

সেদিন আমরা বাঁওরের ওপাশে ডোঙায় করে গিয়ে ডাঙায় উঠেছিলাম। সভাইপুরের মানুষের চাষবাসও দেখলাম। মাঠের ধারে এত সুন্দর জলাশয়। এই জলাশয় থেকে গড়ে ওঠা জমিতে পলির ভাগই বেশি। প্রচুর সবজি ফলে রয়েছে। পটল গাছে ফুল এসে গিয়েছে। জমির উপরে বিচালি পাতানো, তার উপরে গাছের লতায় সাদা সাদা পটলের ফুল ফুটে আছে। পটল ক্ষেতের বেড়া দেওয়া জমিতে মাটি থেকে উঠে এসেছে ঝিঙে গাছ। টকটকে হলুদ ঝিঙেফুল ফুটে আছে। এসব দেখে মন ভরে গেল। তারপরে এক সময় তপনের কথা মতো আবার ডোঙায় করে এপারে এসে উঠলাম।

আর একবার সুনীল আমাকে বলল, "চল, আজকে আমরা বাঁওড়টাকে চক্কর দিই।" আমি বললাম, "এত বড় বাঁওড় কী চক্কর দেওয়া যায়! ওই দিকের পদ্মবনটাকে চক্কর দিয়ে আসি। ধারে কাছে কিছু পদ্মপাতা থাকলে সেগুলো তুলবো।"

সুনীল বলল, " পূব দিকটা বাঁওড়ের পাশ দিয়ে ঘুরলেই, পদ্মবনের পাশ দিয়ে ঘোরা হবে। সেভাবে ঘোরা যেতেই পারে। তবে একই রাস্তায় আবার ফিরে আসতে হবে। পদ্মবনে কিন্তু নামা যাবে না। সেখানে কিন্তু বড় বড় ময়াল সাপ থাকতে পারে।"

আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে ময়াল সাপ! আমি আগে কোনদিনও শুনিনি। এখানে কেউ কোনদিন নিজে চোখে দেখেছে? "

"কেউ দেখবে কেন, আমি নিজেই দেখেছি। পদ্মবনের ধারে ধারে বাঁওড়ের কিনারায় কচু ঘেচু জন্মায়। সেই কচু খাওয়ানর জন্য আদিবাসীরা শুয়োর চড়াতে এনেছিল। সে সময়ে শুয়োরের একটা ছোট্ট বাচ্চা একদম জলের ধারে চলে আসে। সেই বাচ্চাটাকে গিলে ফেলে পেট মোটা করে দু'দিন ময়াল সাপটা সেখানেই শুয়েছিল। আশপাশের গ্রামের লোকেরা সব দেখেছিল। আমিও এসে দেখেছিলাম। "সুনীলের এই কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও, আমার মনে হল হতেই পারে। ময়াল সাপ বসবাসের এত সুন্দর জায়গায় দুই একটা থাকতেই পারে।

বাঁওড়ের এক জায়গায় এসে সুনীল বলল, "মুসলিম পাড়ার একটা ছেলে এখানে জলে নেমেছিল। সে আর জল থেকে উঠে আসেনি। সে কারণে, এই ঘাটে আর কেউ স্নান করতে নামে না। তারপরে ও নিজেই বলল, "পরে জানা গিয়েছিল ছেলেটার এপিলেপসি রোগ ছিল।"

আমি মাধবপুর গ্রামে দু'বছরের জন্য আসলেও, এইভাবে বাঁওড়টাকে একাত্ম করে নিয়েছিলাম। আমি কোনও কোনও দিন একা একাই ডোঙায় উঠে ঘুরে বেড়াতাম। জলের ধারে বসে ছিপে মাছ ধরতাম। কখনও কখনও পদ্মবনের দিকে ডোঙা নিয়ে চলে যেতাম। তারপর ভয় পেয়ে বসত, যদি ময়াল সাপ আসে।' আমাকে ময়াল সাপ গিলে ফেলতে না পারলেও,

চলবে...

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্তদান গাইঘাটার গাজনা কিশলয় তরুণ তীর্থের

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। তাই রক্ত দান, জীবন দান রক্তদান মহৎদান। এই আদর্শকে সামনে

রেখে অন্যান্য বছরের মতো এবারও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য এক স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন গাইঘাটার গাজনা কিশলয় তরুন তীর্থের সদস্যগণ। গত ১৩ জুলাই গাজনা কিশলয় একাডেমী অঙ্গনে অনুষ্ঠিত শিবিরে ২৫ জন মহিলা সহ মোট ১০৮ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করেন কলকাতার অশোক ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ। রক্তদাতা ও উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে আসেন গাইঘাটা ব্লকের বিডিও নালাদ্রি সরকার, স্থানীয় সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পম্পা পাল, অধ্যাপক অমিত মণ্ডল, আসেন সমাজকর্মী শংকর দত্ত ও নরোত্তম বিশ্বাস প্রমুখ। কিশলয় তরুনতীর্থের সভাপতি কিশোর কুমার ব্যাপারী ও সম্পাদক ভাস্কর বসু আগত সকলকে স্বাগত জানান।

অন্যতম সংগঠক মিহির পাল জানান, গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ ও বর্ষার দিনে ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলোর রক্তের অভাব ঘোচাতে তাঁদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। উপস্থিত বিশিষ্টজন সহ এলেকার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন থ্যালাসেমিয়া রোগীদের স্বার্থে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তাদের মহতী ও মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানান। অন্যতম উদ্যোক্তা সুজিত দে, তাপস রায়, মিহির পাল সহ তরুন তীর্থের সকল সদস্য, রক্তদাতা ও এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে এদিনের রক্তদান অনুষ্ঠান উৎসবে পরিনত হয়।

অভিষেক বাণী নিকেতনের বার্ষিক উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিক্ষালয়ের সহ-সভাপতি গৌরকৃষ্ণ মল্লিক কর্তৃক মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে ১১ জুলাই অপরাহ্নে মহাসমারোহে শুরু হল ঢাকুরিয়া উদয়ন পল্লীর অভিষেক বাণী নিকেতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩১তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র সাহা, সহ শিক্ষক অশোক দাস, শ্যামল বিশ্বাস, সুবোধ কয়াল ও শিক্ষিকা পম্পা বিশ্বাস প্রমুখ। প্রতিষ্ঠানের প্রান পুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সুধীর গায়েন সকলকে স্বাগত জানান। শিক্ষিকাগন সকল বিশিষ্টজনদের ব্যাজ ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগন তাঁদের বক্তব্যে লেখাপড়ার সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা, শরীরচর্চা এবং সেই সঙ্গে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষক অশোক দাস। বিদ্যালয়ের শৈলেন্দ্র সারথি সদনের বিজয় -শৈলেন্দ্র মঞ্চে উপস্থিত শিক্ষানুরাগী বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে বিভিন্ন শ্রেনীতে স্থানাধিকারীর প্রথম তিনজন পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে শিক্ষার্থীরা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করে। তৃতীয় শ্রেনির ছাত্র সুপ্রতীম মণ্ডলের কণ্ঠে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জয়িতা বিশ্বাস, বর্নিতা দাস এবং কঙ্কিতা ও আরুষি মজুমদারের নৃত্য,

কচি-কাঁচাদের একক ও সমবেত আবৃত্তির অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। শিক্ষিকা কমলা বৈরাগীর কণ্ঠে কবিগুরুর 'কৃপন' কবিতা ও অর্পনা দাসের কণ্ঠে কবিতা 'তুমিও বলবে' সকলকে মুগ্ধ করে। এছাড়া শিক্ষিকা অমলা গায়েন এর গাওয়া গান এবং পড়ুয়াদের সমবেত আবৃত্তি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বই-টই' ছাড়াও শিক্ষিকা প্রতিমা দাসের পরিচালনায় পড়ুয়াদের সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি কোলাজ বিশ্বকবির 'সহজ পাঠ' উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বর্নিতা ও নিবেদিতার কালী নৃত্য বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। পড়ুয়াদের সমবেত নৃত্য এবং সবশেষে শিক্ষার্থীগন পরিবেশিত রবিঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যনাট্য 'শাপ মোচন' উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলীর উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাধন ঘোষ ও শিক্ষিকা প্রতিমা দাসের সুচারু পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নাট্য প্রশিক্ষণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের স্নাতক স্তরের চতুর্থ সেমিস্টারের কতিপয় শিক্ষার্থী সম্প্রতি প্রশিক্ষণ নিয়ে গেলেন নাটকের শহর গোবরডাঙার নকসা নাট্যদল পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিচিত্রায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক তরুন প্রধান ও অধ্যাপক সোমনাথ গুপ্তের নেতৃত্বে ও অধ্যাপক দেবপ্রসাদ রায়ের তত্ত্বাবধানে নাট্যবিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে ৬৩ ঘন্টার পাঠক্রম সম্পন্ন করেন। নকসার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিষ দাস ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী, সেই সঙ্গে দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা'র কয়েকজন অভিনেতা ও নাট্য নির্দেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসারে শিক্ষা প্রদান করেন। প্রশিক্ষন শিবির থেকে শিক্ষার্থীগন একটি নাটক প্রস্তুত করেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রস্তুত নাটকটি ছাড়াও নকসা প্রযোজিত বিউটি ফুল মাসি নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। শিবিরের শেষ দিনে প্রশিক্ষনার্থী পড়ুয়াদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত রবীন্দ্র ভারতীর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ ছাড়াও নকসার নাট্যমিত্রগণ এদিনের পরিবেশিত দুটি নাটকই বেশ উপভোগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক সমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নকসার প্রতি শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা নয়, নকসার নাট্যচর্চা ও প্রসারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাধার মুখে বিজেপি বিধায়ক

প্রথমপাতার পর...

২০২৬- এ সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে ভোট বাক্সে। তৃণমূল কাউন্সিলর পাপাই রাহার দাবি, এলাকায় দেখা যায় না বিধায়ককে। ভোটের আগে এলাকায় উত্তেজনা ছড়াতে বিধায়ক এলাকায় এসেছিল, সাধারণ মানুষ তাকে ঘিরে প্রশ্ন করলে বিধায়ক এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।

রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

প্রথমপাতার পর...

মজুমদার বলেন, রাজ্যে সমস্ত রাস্তায় এমন অবস্থা, পুকুর কাটা যাবে, মাছ ছাড়া যাবে, ধান গাছ লাগানো যাবে। এ বাংলায় ৫০০, ১০০০ টাকা দিয়ে মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে রাজ্য সরকার।

কলরব এর নাট্য কর্মশালায় দারুণ সাড়া

সংবাদদাতা ঃ চাঁদপাড়ার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা কলরব ৪ দিন ব্যাপী নাটকের এক কর্মশালার আয়োজন করে। গত ৬ জুলাই মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়ার হৃষিকেশ কুন্ডু নাট্য গৃহে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন সংস্থার সভাপতি সুব্রত রায়। সংস্থার অন্যতম সদস্য ও সংগীত শিল্পী তপন ভট্টাচার্য ও শান্তনু চ্যাটার্জীর কণ্ঠে কবিগুরুর আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে— সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কর্মশালার সূচনা হয়। এদিন প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন চাঁদপাড়া অ্যাক্টোর কর্নধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী। এদিন বিভিন্ন বয়সের ২৫ জন (ছেলে-মেয়ে) প্রশিক্ষনার্থী কর্মশালায় প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। কলরব এর সম্পাদক বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুন্ডু জানান, চলতি মাসে ৪ টে রবিবার নাটকের কর্মশালায় নাট্যচর্চা চলবে। পরবর্তি দিন গুলোতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী, প্রখ্যাত মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী ও বিশিষ্ট শিক্ষক ও নাট্যাভিনেতা এবং রূপশয্যায় পারদর্শি দিলীপ ভট্টাচার্য। এদিনের কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী নাট্য প্রেমী প্রশিক্ষনার্থীগণের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

তামাশা এবং "রং-তামাশা বিষয়ক"

দ্বিতীয় পাতার পর...

মনুষ্য সমাজেও যে কালিং চলে আসছে একথা কি ভেবেছি কখনো? কালিং, নামকরণের মধ্যেই উঁকি দিচ্ছে এক বীভৎসতা যা সময় থেকে সময়ান্তরে সংঘটিত হয়েছে। কালিংয়ের আভিধানিক অর্থ "বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় বলে যে জন্তুকে আলাদা করে রাখা হয়।" জন্তু জন্তুই, অনেক সময় কিছু মানুষের জান্তব প্রবৃত্তি আলাদা করে দিয়েছে বহু মানুষকে। শুধু ইহুদি হত্যা কেন? সংক্ষিপ্ত পরিসরে যদি শুধু আমাদের রাজ্যের দিকেই তাকাই তাহলেও দেখি আলাদা করা এবং ছুঁড়ে মারার ইতিহাস সময়ের মুখে কালি লেপে দিয়েছে চিরকালের জন্য। তারই একটা খন্ডচিত্র উঠে আসে বাদশা-বেগমের গল্পে। ঘরে ঘরেও বোধহয় "কালিং" এর ষড়যন্ত্র চলে গোপনে গোপনে।

'বিড়াল অথবা বুদ্ধিজীবী সম্বাদ' গল্পটি শ্লেষাত্মক। গল্পকার ঘুরিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলের দিকে আঙুল তুলেছেন। কতটা লোভ দেখালে পরে জিভে জল আসে সে অঙ্কটি ভেবে দেখার মতো। মাছের ঝোল মাখা ভাত আমরা উপেক্ষা করতে পারি সহজে কিন্তু আস্তমুড়োর লোভ ছাড়া দায়। ঠিক তখনই পায়ে মাথা ঘষতেও দেরি হয়না কারো কারো। অনেকেই চোখ বুজে থাকলেও হরিদাস পালের চোখ এড়ানো দায়।

গল্প সম্ভারে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অবস্থানে আছে "শিমুলবাড়ি"। গোটা বইজুড়ে লেখকের ঘনঘোর বাস্তবে প্রেমভালবাসার ছিঁটেফোঁটাও উপস্থিতি নেই। শিমুলবাড়ীও সে রসে বঞ্চিত। গল্পটি মোটেও তথাকথিত ভাব-ভালবাসার গল্প নয়, তবু মেহুলি আর বিবস্বানের কোনো কোনো মুহূর্ত এক একটি স্বপ্নিল ছবি আঁকে, বিশেষ করে জোনাকি ভরা শিমুল গাছের ছবি। তাদের স্বপ্নের দুনিয়ায় বুল্টাই একটি মূর্তিমান রসভঙ্গ। গল্পটিতে আবহমান ভালবাসার সাথে অদ্ভুত ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন গাছেদের বিপন্নতা। নাগরিকীকরণের দৌলতে সবুজ প্রাণেরাও যে আজ বাড়তি হয়ে যেতে বসেছে, সে বাস্তবকে সুন্দর ভাবে তুলে এনেছেন তিনি। সুবিধার স্বর্গে হেঁটে যাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে একটা কাঁচঘেরা লম্বাটে গাড়ি,যার মধ্যে একটা ধাতব স্ট্রেচার আর তার মধ্যে ছিটিয়ে থাকে অগুরুমাখা রজনীগন্ধারা। প্রেম আর প্রেম থাকেনা। যদিও গল্পের শেষে মেহুলির হাত ধরে বিবস্বান তবুও বাস্তবে এমন মিলন হয় কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায়...

'অন্য রূপকথা ' বা 'চন্দ্রযানের' নামকরণে ফেয়ারীটেল সুলভ পেলবতা থাকলেও দুটির কোনোটিই কিন্তু নরম ধাঁচের নয় বরং লেখক এক ঝাঁকিতে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন রুক্ষ মাটিতে। ভিখু কিংবা পেল্লাদ আমাদের চেনা মানুষেরা। আবার আমাদের চেনা মানুষেরাই তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। ন্যায়, আইন, অধিকার, বিচার এইসব কথাগুলো প্রহসনে যে পরিণত হয়েছে সে কথাই যেন আবার উচ্চারিত হয়। তবু তো কারো কারো হাত মুঠো হয়ে আকাশের মূর্ধা ছোঁয়ার স্পর্ধা দেখায়!

'রং-তামাশা বিষয়ক' গল্পটির নামেই বইটির নাম। আসলে সাম্রাজ্যবাদী সুবিধার গন্ধে গোটা দুনিয়ায় মেহনতী মানুষের অস্তিত্বটাই বোধহয় তামাশা হয়ে গেছে! গল্পটা আপাত নিরীহ মনে হলেও আসলে কি তাই? লাল- কালো রং এর ব্যবহার কিসের ইঙ্গিত দেয়? গল্পে আসা ঘটনারা আমাদের চেনা। চেনা স্পট, জবরদস্তির ছক ভেঙ্গে এক জোরালো প্রতিবাদ উঠে আসে গল্পটিতে। ছেঁড়া ছেঁড়া পোস্টারে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজা উড়বে, নাকি মেহনতী মানুষের স্বপ্ন হাসবে— এ প্রশ্ন না হয় পাঠকের জন্য তোলা থাক।

এক কথায়, গান , গল্প, রামধনু রঙে আমাদের চোখে মায়া কাজল না পরিয়ে তিনি আমাদের কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। গল্পের আবহে রাজনীতি এসেছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, কোন মানুষেরই অরাজনৈতিক সত্ত্বা হয় না, অন্তত তাঁর লেখা সে কথা বলে। যা হচ্ছে সয়ে গিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানোর থেকে প্রতিবাদ করা ভালো, নয়তো শীতঘুমই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠতর আশ্রয়।

গাইঘাটা থানা ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান রামনগর অঞ্চল

নীরেশ ভৌমিক ঃ বাঙালীর প্রিয় খেলা ফুটবল। সেই ফুটবল খেলার চর্চা ও প্রসারে উদ্যোগী গাইঘাটার পুলিশ প্রশাসন বিগত বছরের মতো এবছরও ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। গত ১২ জুলাই মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া হাই স্কুল মাঠে শ্বেত কপোত উড়িয়ে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বনগাঁ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রী সুমন্ত কবিরাজ। ছিলেন এস ডি পি ও অর্ক পাঁজা।

গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রী সরকার ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি কর্তৃক ফুটবলে কিক্ অফের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। আয়োজিত নক আউট টুর্নামেন্টে গাইঘাটা ব্লকের ১৩টি অঞ্চলের সেরা ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত ১৩টি টিম অংশ গ্রহন করে। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় ডুমা ও রামনগর অঞ্চলের টিম অংশ নেয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকে। ট্রাইব্রেকে রামনগর অঞ্চলের টিম জয়ি হয়। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলের অধিনায়ক এর হাতে সুদৃশ্য ও সুবিশাল ট্রফি ও নগদ ১০ হাজার ও ৭ হাজার টাকা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান, এস ডি পি ও অর্ক পাঁজা, ওসি রাখহরি ঘোষ ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, নরোত্তম বিশ্বাস, সুভাষ রায় প্রমুখ বিশিষ্টজন। এছাড়া ফাইনাল ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় রামনগর টিমের অপু সাঁতরা, টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় রামনগর টিমের নন্দ মণ্ডল ও সেরা গোলরক্ষক ডুমা অঞ্চল টিমের গোবিন্দকে ও বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। এদিনের বৃষ্টির অঝোর ধারাকে উপেক্ষা করেও বহু ফুটবলপ্রেমী দর্শক ফাইনাল খেলা বেশ উপভোগ করেন। গাইঘাটা থানা কর্তৃপক্ষের এই মহতী উদ্যোগকে ক্রীড়া প্রেমী মানুষজন সাধুবাদ জানান।

গোবরডাঙায় সমাজকর্মী তহমিনার জন্মদিনে গুনীজন সংবর্ধনা

সংবাদদাতা ঃ সমাজকর্মী ও বিশিষ্ট লেখিকা প্রয়াত তহমিনা খাতুন এর ৫৯তম জন্মদিনে তহমিনা খাতুন স্মারক বক্তৃতা ও গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৯ জুন অপরাহ্নে গোবরডাঙার রেঁনেসাস ইনস্টিটিউট এর ড. সুনীল বিশ্বাস মঞ্চে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ভবানী প্রসাদ শাহু'র পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ শেখর চক্রবর্তী, বর্ষিয়ান সমাজকর্মী কালিপদ করকার প্রমুখ। গুনীজন সংবর্ধনায় সাম্প্রতিক পাকিস্থানের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়াইতে নিহত শহীদ নদীয়ার ঝন্টু আলি শেখ এর পিতার হাতে তহমিনা খাতুন মরণোত্তর স্মারক সম্মান তুলে দেওয়া হয়।

মরণোত্তর দেহ দান, চক্ষুদান আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক মানবাধিকার কর্মী রূপশ্রী রায় এবং স্বপ্না ঘোষকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিন নিরক্ষর বাবা-মায়ের কৃতি সন্তান জয়ফুল শেখের হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন শিক্ষক সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষাব্রতী রোকেয়া ও বাহালি মুসলিম নারী সমাজ আধুনিক শিক্ষার প্রসার স্মারক বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট কবি বনগাঁর বিভাষ রায় চৌধুরী।

নাট্য প্রেমী কার্তিক সেন-র স্মরণসভা

সংবাদদাতা ঃ সংস্কৃতির নগর ঠাকুরনগর এর অন্যতম নাট্যদল প্রতিধ্বনির বিশিষ্ট নাট্যকর্মী কার্তিক সেন গত ১২ জুন প্রয়াত হন। সংস্থার অন্যতম কুশীলব কার্তিক বাবুর আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রতিধ্বনির সকল সদস্য-সদস্যা সহ তাঁর আত্মীয়-পরিজন। গত ১২ জুলাই প্রয়াত কার্তিক সেনের স্মরণ সভার আয়োজন করেন। প্রতিধ্বনি আয়োজিত এদিনের স্মরণ সন্ধ্যায় বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কার্তিক বাবুর গুনমুগ্ধ পরিবেশ প্রেমী শিক্ষক অরিন্দম দে, নাট্যকর্মী হাবরা নান্দনিক এর অন্যতম কর্নধার তিমির বিশ্বাস, নাট্য ব্যক্তিত্ব তপন দত্ত, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, সংস্থার সম্পাদক পার্থ প্রতিম দাস ও ইন্দ্রনীল ঘোষ, বিশিষ্ট মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী, শাশ্বত বিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রেমী অঞ্জনা দে, মাম্পি দাস পাল, প্রয়াত সেন এর বাল্যবন্ধু সৌমেন নিয়োগী ও দিলীপ রায় প্রমুখ। উপস্থিত সকলেই প্রয়াত কার্তিক বাবুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তমাল কৃষ্ণ বনিক এর কণ্ঠে আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু মর্মস্পর্শী সংগীতের মধ্য দিয়ে স্মৃতিচারনা সভার সূচনা হয়। নাটক পাগল কার্তিক বাবুর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোক পাত করে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন অভিন্ন হৃদয় সাথী শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস, তিনি তাঁর বিগত ৩০ বছরের সাথীকে বহুস্তরীয় বিশ্বকর্মা নামে ভূষিত করেন, বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক বিধান চন্দ্র মণ্ডল স্বরচিত কবিতায় কার্তিক বাবুকে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান। বিনয় মজুমদার স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে ফুল-মালায় শ্রদ্ধা জানান কবি শিবেন মজুমদার ও সংস্কৃতি প্রেমী বৈদ্যনাথ দলপতি। শ্রদ্ধা জানান, কার্তিক বাবুর সহ ধর্মিনী রমা দেবী ও তাঁর নাট্য প্রেমী পুত্র অর্ক ও কন্যা রিমিল। শুভান্যুধ্যয়ী সুধীজন নাট্যাভিনেতার পুত্র কন্যাকে তাঁর পিতার স্বপ্নপূরণ করার আহ্বান জানান। সভাপতি জয়দেব হালদার সংস্থার সম্পদ কার্তিক বাবু যেখানেই থাকুন, সুখে থাকুন এই প্রার্থনা জানান। সংস্থার অন্যতম প্রান পুরুষ শিক্ষক গৌরাঙ্গ মণ্ডলের সুচারু পরিচালনায় কার্তিক সেনের এদিনের স্মরণ সন্ধ্যা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

মানক: পথপ্রদর্শক:
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।
আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
সোনার দাম পেপার দরে
ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে
জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।
ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা
ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer
শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়
80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com
কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন
প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**